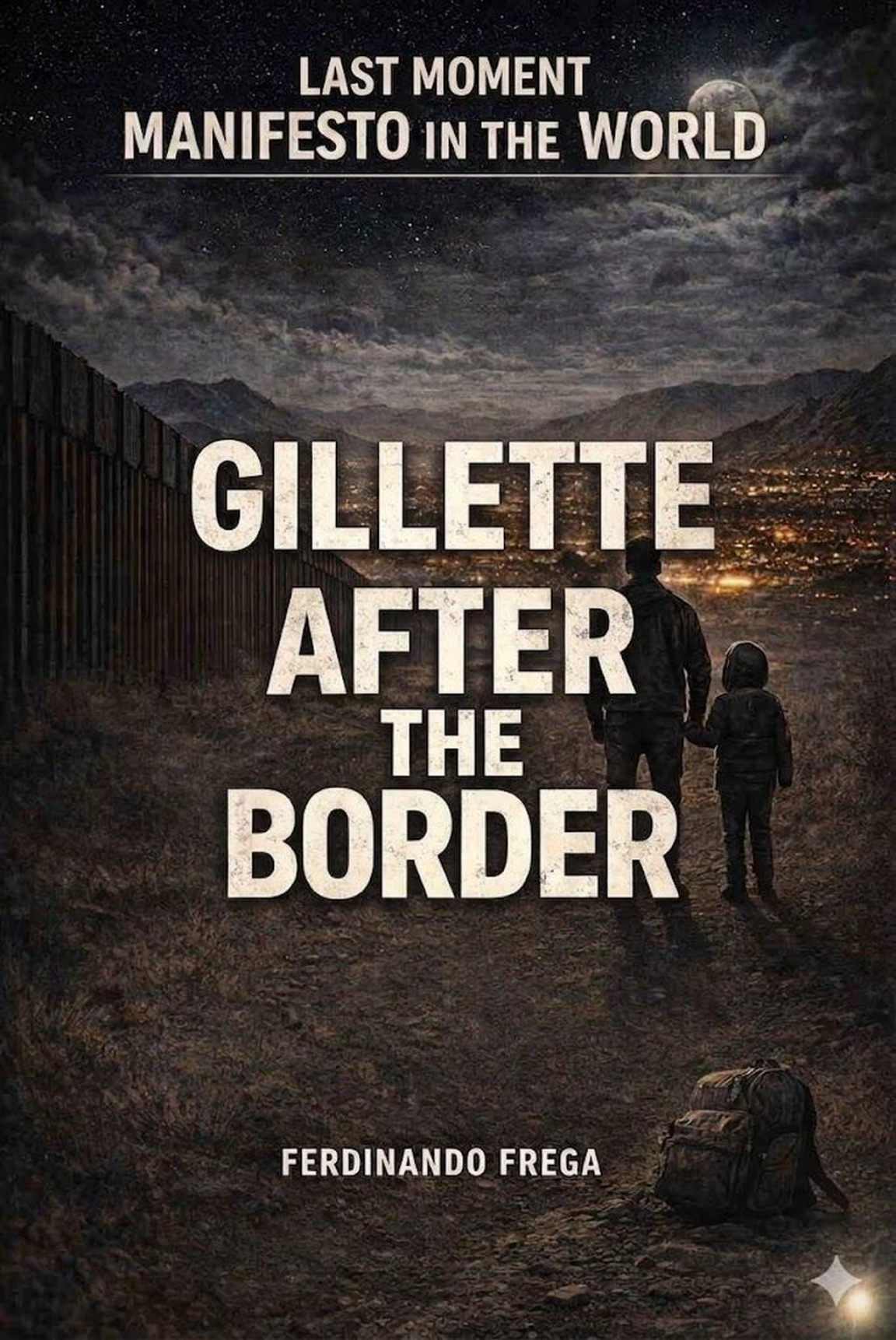
LAST MOMENT
MANIFESTO IN THE WORLD

GILLETTE AFTER THE BORDER



FERDINANDO FREGA

GILLETTE সীমান্তের পরে

সীমান্তকে দেয়াল নয়, চৌকাঠ হিসেবে দেখা এক বই: জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আর পাগলামি ও দূরদৃষ্টির মাঝের সরু রেখা। এতে আছে একটি ইশতেহার, সীমান্তের পথিকদের প্রতি একটি উৎসর্গ, একটি ছোট জীবনী, আর এমন একটি প্রশ্ন যেখানে লেখক বারবার ফিরে আসেন — প্রান্ত পার হওয়ার পর একজন মানুষের কী অবশিষ্ট থাকে।

ইশতেহার

বেশিরভাগ মানুষ বোঝে না যে জীবন সংজ্ঞায়িত হয় আমাদের যা আছে তা দিয়ে নয়, বরং অন্যদের মধ্যে আমরা যে উপস্থিতি রেখে যাই তা দিয়ে। আমরা এখানে কেবল জমাতে আসিনি। আমরা এখানে এসেছি একটি ভাবনা খোদাই করতে, একটি যন্ত্রণা লাঘব করতে, একটি চেতনা জাগিয়ে তুলতে।

মানুষের সীমান্ত কেবল রাষ্ট্রগুলোর মাঝের একটি রেখা নয়। এটা তাদের মাঝের দূরত্ব, যারা নিজেদের সময় খরচ করে ফেলে, আর যারা তাকে অন্তরের উত্তরাধিকারে রূপান্তরিত করে।

সীমান্তের ওপারে শূন্যতা নেই। আছে যা থেকে যায়। আছে যা দেহ, ভূগোল, ভয়কে ছাড়িয়ে টিকে থাকে। আছে চিহ্ন।

উৎসর্গ

তাদের প্রতি, যারা দৃশ্য ও অদৃশ্য সীমান্ত পার হয়। তাদের প্রতি, যারা হারায় মাটি, ভাষা, নাম — আর তবুও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা পথ খোঁজে।

সম্পাদকীয় টীকা

এই লেখার জন্ম একটি সরল, আমূল প্রশ্ন থেকে: মানুষ হিসেবে আমরা এখনও কী বুঝি না? উত্তরটি একটি নতুন ক্ষেত্র খুলে দেয়: আমরা এখানে কেবল টিকে থাকতে আসিনি, এসেছি অন্যদের মধ্যে একটি জীবন্ত চিহ্ন রেখে যেতে।

পূর্বকথা

প্রতিটি সীমান্ত কিছু না কিছু ভাগ করে: দেহ, মানচিত্র, স্মৃতি, অধিকার, সম্ভাবনা। কিন্তু সবচেয়ে গভীর সীমান্ত আলাদা করে যা চলে যায় আর যা থেকে যায়।

মুখবন্ধ

এটি বন্ধ দরজা হিসেবে সীমার কথা নয়, চৌকাঠ হিসেবে সীমার কথা। মানবজাতি গড়েছে ভূখণ্ড, জাতি, প্রতিরক্ষা — তবুও এখনও বোঝে না যে তার প্রকৃত মাপ তার যা আছে তা নয়, বরং সে যা পৌঁছে দেয় তা।

সারসংক্ষেপ

মানুষের ও ভূখণ্ডের সীমান্ত নিয়ে, এবং সেগুলো পার হওয়ার পর যা টিকে থাকে তা নিয়ে একটি ইশতেহার: স্মৃতি, রূপান্তর, উপস্থিতি।

লেখকের অভিপ্রায়

আমি লিখি এমন কিছু রেখে যেতে যা মালিকানা চায় না, চায় স্থায়িত্ব। একটি হাসি, একটি ভাবনা, এক ধরনের নৈকট্য যা পাতার বাইরেও চলতে পারে।

ভূমিকা

বেশিরভাগ মানুষ, কোনো প্রশ্নের মুখোমুখি হলে, একটা উত্তর খুঁজতে ছুটে যায়। আমি যাই না। আমি শুরু করি একটিমাত্র শব্দ দিয়ে: কেন?

কারণ প্রত্যাশিত পথে সংলাপে ঢুকতে আমার আগ্রহ নেই। আমি খুলতে চাই সেই ফাটল, যেখান থেকে সংলাপের জন্ম। আমি চাই সেই বিন্দু, যেখানে মানুষ পুনরাবৃত্তি থামিয়ে সত্যিকারের প্রশ্ন করতে শুরু করে।

আমরা কী বুঝতে পারি না তা নয় — বরং কেন আমরা বারবার ব্যর্থ হই। কেন আমরা মালিকানাকে অর্থের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। কেন আমরা সময়ের ভেতর দিয়ে চলি জীবনের ভোক্তা হিসেবে, চিহ্ন রেখে যেতে সক্ষম উপস্থিতি হিসেবে নয়। কেন আমরা নিজেদের বাইরে সীমান্ত গড়ি আর উপেক্ষা করি সেগুলোকে যা আমাদের ভেতর থেকে ভাগ করে। এই ইশতেহার এখান থেকেই শুরু। কোনো তৈরি উত্তর থেকে নয়, এক জরুরি তাগিদ থেকে। কোনো সূত্র থেকে নয়, এক চৌকাঠ থেকে।

প্রথম প্রশ্ন কোনো অবস্থান চায় না। চায় উন্মুক্ত হওয়া। চায় আমরা নেমে যাই সেই বিন্দুতে, যেখানে ভাষা আর উপরিতল থাকে না, ফিরে যায় প্রয়োজনে।

তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই না। আগে আমি দাঁড়াই উৎসের সামনে। আগে আমি শুনি ক্ষতটাকে। আগে আমি উচ্চারণ করি সেই একমাত্র শব্দ যা এখনও চিন্তাকে খুলে দিতে পারে: কেন।

এই ফাটল থেকে লেখাটি শুরু হয়। এখান থেকেই তা হয়ে ওঠে মানুষের, ভূখণ্ডের আর অন্তরের সীমান্ত নিয়ে এক অনুধ্যান। এখান থেকেই খুলে যায় তার পরের দিকে যাওয়ার পথ: শূন্যতা নয়, অবশেষ; সমাপ্তি নয়, চিহ্ন; বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়, যা টিকে থাকে।

এই ইশতেহার প্রবেশ করে সেই জায়গায় যেখানে উত্তর আর যথেষ্ট নয় — এবং শুরু হয় ঠিক সেই বিন্দুতে যেখানে মানুষ বাধ্য হয় কোনো আশ্রয় ছাড়াই নিজের দিকে তাকাতে।

প্রস্তাবনা

বাংলা সংস্করণ

ইশতেহারটি মানুষের, ভূখণ্ডের ও অন্তরের সীমান্তের অর্থ অনুসন্ধান করে, এবং কেবল বস্তুগত অস্তিত্বের বাইরে উপস্থিতির আর অন্যদের মধ্যে আমরা যে চিহ্ন রেখে যাই তার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়।

সীমান্তের পথিকদের প্রতি উৎসর্গ

এটি উৎসর্গ করা হয়েছে তাদের প্রতি, যারা দৃশ্য ও অদৃশ্য সীমা পার হয়, হারায় মাটি, ভাষা বা নাম, তবুও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা পথ খোঁজে।

মৌলিক প্রশ্ন

লেখক শুরু করেন একটি আমূল প্রশ্ন দিয়ে — আমরা এখনও কী বুঝি না — আর দৃঢ়ভাবে বলেন যে আমরা এখানে কেবল টিকে থাকতে নয়, অন্যদের মধ্যে একটি জীবন্ত চিহ্ন রেখে যেতে এসেছি।

সীমান্তের প্রকৃতি

সীমান্ত ভাগ করে দেহ, মানচিত্র, স্মৃতি, অধিকার আর সম্ভাবনা — কিন্তু সবচেয়ে গভীর সীমান্ত হলো যা চলে যায় আর যা থেকে যায় তার মাঝখানে।

চৌকাঠ হিসেবে সীমান্ত

সীমা বন্ধ দরজা নয়, চৌকাঠ। মানবতার প্রকৃত মাপ নিহিত আমরা যা পাঠাই তাতে, আমাদের যা আছে তাতে নয়।

মানুষের সীমান্ত নিয়ে একটি ইশতেহার

জীবন সংজ্ঞায়িত হয় কারও যা আছে তা দিয়ে নয়, বরং সে অন্যদের মধ্যে যে উপস্থিতি রেখে যায় তা দিয়ে। মানুষের সীমান্ত হলো তাদের মাঝের দূরত্ব, যারা কেবল সময় খরচ করে, আর যারা তাকে অন্তরের উত্তরাধিকারে রূপান্তরিত করে।

জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি

জনগোষ্ঠী হলো জীবন্ত স্মৃতি যা প্রতিরোধ করে এবং স্বীকৃতি দাবি করে, আর সংস্কৃতি হলো অনুভূতির বর্ণমালা — বিস্মৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কাজ।

ঐতিহ্য ও সামাজিকতা

ঐতিহ্য হলো দেহধারী ধারাবাহিকতা যা সময়কে সহ্য করে টিকে থাকে। সামাজিকতা হলো মানুষের প্রথম সীমান্ত, সেই জায়গা যেখানে পারস্পরিক স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে পরিচয় গড়ে ওঠে।

পাগলামি আর দূরদৃষ্টির মাঝের সীমান্ত

যারা চিন্তার সীমান্ত পার হয়, তাদের রোগী বা নবী হিসেবে দেখা হতে পারে; পাগলামি আর দূরদৃষ্টির মাঝের রেখা সরু, প্রায়ই তা টানে শোনার ভয়।

অধিকার না করে দান করা

লেখক বলেন যে তিনি বিনিময়ে কিছু আশা না করে দেন, এবং মানুষের যুক্তিকে বাণিজ্যের যুক্তি থেকে আলাদা করেন। ইশতেহারটি একটি পথ — যা পাতার বাইরেও চলতে থাকে।

পৃথিবী

জনগোষ্ঠী

পৃথিবীর মানুষেরা গোনার মতো জনতা নয়, বরং চলমান জীবন্ত স্মৃতি। প্রতিটি মানুষ একটি ক্ষত যা শ্বাস নিয়ে চলে, একটি ভাষা যা বশ মানতে অস্বীকার করে, একটি ক্ষুধা যা কেবল রুটি দিয়ে থামানো যায় না, একটি আকাশ যাকে ভাঁজ করে পতাকায় ভরা যায় না।

জনগোষ্ঠী এগিয়ে যায় না — তারা সয়ে টিকে থাকে। তারা বোঝার দাবি করে না, দাবি করে স্বীকৃতির। প্রতিটি জনগোষ্ঠী টিকে থাকার এক সংগ্রহশালা, চারপাশের সবকিছু ভেঙে পড়লেও বেঁচে থাকার এক অনন্য উপায়।

কোনো জনগোষ্ঠীই প্রান্তিক নয়। প্রান্ত হলো কেবল সেই জায়গা, যা দেখতে পৃথিবী এখনও শেখেনি।

সংস্কৃতি

সংস্কৃতি মানবতাকে ভাগ করে না — তাকে পাঠযোগ্য করে তোলে। সংস্কৃতি হলো অনুভূতির বর্ণমালা, যন্ত্রণার মানচিত্র, উৎসবের নৃত্যরূপ, ফিরে আসার জ্যামিতি।

প্রতিটি সংস্কৃতি অর্থের এক পরীক্ষাগার, বেঁচে থাকার রহস্যকে রূপ দেওয়ার এক প্রচেষ্টা। রক্ষা করার মতো পরিচয় নয়, পার হওয়ার মতো টানাপোড়েন।

প্রতিটি সংস্কৃতি এখানে, এখন, এই দেহে থাকার রহস্যের এক অস্থায়ী উত্তর। আর প্রতিটি উত্তর বিস্মৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক কাজ।

ঐতিহ্য

ঐতিহ্য হলো যা সময়ের ক্ষয়কে প্রতিরোধ করে। এটি স্মৃতিকাতরতা নয় — এটি দেহধারী ধারাবাহিকতা।

বারবার করা একটি ভঙ্গি অভ্যাস নয়: এটি স্মৃতির জেদ। হস্তান্তরিত একটি শব্দ লোককথা নয়: এটি আপন হওয়া। ভাগ করে নেওয়া একটি খাবারের টেবিল এক চুক্তি। ভাগ করে নেওয়া একটি শোক এক ধরনের ন্যায়বিচার।

ঐতিহ্য হলো সেই অতীত যা মরতে অস্বীকার করে — প্রতিবার ফিরে আসে মনে করিয়ে দিতে যে কেউ যখন দেখছে না, তখন আমরা কে।

সামাজিকতা

সামাজিকতা মানুষের পার হওয়া প্রথম সীমান্ত। কথা বলার আগে আমরা স্পর্শ করি। বোঝার আগে আমরা তাকাই।

আমরা সম্পর্ক, ঘর্ষণ, স্বীকৃতি পাওয়ার প্রয়োজন। অন্যের সামনে নীরবতাও একটি ভাষা। সামাজিকতা সেই জায়গা যেখানে আমার আর অন্যের মাঝের সীমান্তে ফাটল ধরে — এবং অস্তিত্বের সম্ভাবনা শুরু হয়। সাক্ষী ছাড়া কোনো পরিচয় নেই।

একটি ছোট জীবনী

আমি এসেছি এমন এক লেখা থেকে যা কখনও সভাঘর খোঁজেনি, খুঁজেছে উপস্থিতি। আমি পার হয়েছি চিন্তা, ক্ষত, জেদ আর স্পষ্টতার বছরের পর বছর। আমি কখনও জায়গা দখল করতে লিখিনি — লিখেছি হারিয়ে না যেতে। প্রতিটি শব্দ ছিল এক চৌকাঠ, প্রতিটি বই এক সাক্ষী, প্রতিটি ভঙ্গি প্রতিরোধের এক কাজ। আমার জীবনী কোনো জীবনবৃত্তান্ত নয় — এটা এক গতিপথ। আমি পাঠক খুঁজি না — আমি সাক্ষী খুঁজি।

লক্ষ্য

(সীমার অনুসন্ধান)

পৃথিবীর প্রান্ত ছোঁয়া

আমার লক্ষ্য পৃথিবীকে বর্ণনা করা নয়, তার সীমাগুলো ছুঁয়ে দেখা।

সীমান্তের পরীক্ষা হিসেবে লেখা

লেখা হলো সীমান্তের এক পরীক্ষা: বলার জন্য নয়, দেখার জন্য যে সবকিছু বলা হয়ে যাওয়ার পর কী থেকে যায়।

উত্তর মেরু

উত্তর মেরু ভৌগোলিক কল্পনার চরম সীমান্ত: বরফ, নীরবতা, অনুপস্থিতি, প্রতিরোধ। এটি সেই জায়গা যেখানে মনে হয় পৃথিবী শেষ হয়ে যায় — অথচ সেখানেই তা আবার শুরু হয় অন্য রূপে। প্রতিটি ইশতেহারের দরকার তার অসম্ভব উত্তর। গন্তব্য হিসেবে নয়, টান হিসেবে।

উত্তর মেরু প্রমাণ যে শূন্যতাতেও বাস করা যায়, যদি স্পষ্টতা নিয়ে তা পার হওয়া যায়। এটি সেই বিন্দু যেখানে মানচিত্র আর ভৌগোলিক থাকে না, হয়ে ওঠে নিয়তি।

প্রাণী

প্রাণীরা সেই সীমান্ত যা আমাদের বিনয়ী করে এবং পূর্ণ করে। তারা আমাদের দিকে তাকায় জীবজগতের অন্য এক ব্যাকরণ থেকে। তারা কথা বলে না — তারা বলে। তারা ব্যাখ্যা করে না — তারা দেখায়।

তারা পৃথিবীর জৈবিক স্মৃতি, প্রমাণ যে আমরা কেন্দ্র নই, বরং একটি পথ। প্রতিটি প্রাণী এমন এক প্রশ্ন যার উত্তরের দরকার নেই — দরকার কেবল উপস্থিতির। তারা অর্থ খোঁজে না — তারা নিজেরাই অর্থের মূর্ত রূপ।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, নাকি কেস স্টাডি?

এই হলো শেষ প্রশ্ন: দূরদৃষ্টি, নাকি বিচ্যুতি? ভবিষ্যদ্বাণী, নাকি উপসর্গ?

যারা চিন্তাকে সীমান্তের ওপারে ঠেলে নিয়ে যায়, তাদের প্রায়ই কণ্ঠ হিসেবে শোনার আগে একটি কেস হিসেবে পড়া হয়। প্রতিটি নতুন ভাষাকে অন্তত একবার রোগনির্ণয়ের সন্দেহ পার হতে হয়।

পাগলামি আর দূরদৃষ্টির মাঝের সীমান্ত সরু — এবং প্রায়ই তা ঠিক করে তারা, যারা শুনতে ভয় পায়।

আমি রোগনির্ণয় চাই না — আমি মনোযোগ চাই। আমি স্বাভাবিকতা খুঁজি না — আমি সত্য খুঁজি।

লেখকের কথা

সারা জীবন আমি আনন্দ পেয়েছি দেওয়ায়, কখনও নেওয়ায় নয়। একষট্টি বছর ধরে এটাই আমার একমাত্র অটল বৈশিষ্ট্য: দান করা, আঁকড়ে ধরা নয়। আর এখানেও আমি কেবল নিজের মতোই থাকতে পারতাম — এমন কিছু রেখে যাওয়া যা থাকবে মানুষের মনে, আমার পকেটে নয়।

বিশ্বের প্রকাশনা শিল্পের একটা অদ্ভুত বিশ্বাস আছে: যা বিনামূল্যে দেওয়া হয়, তার মূল্য নিশ্চয়ই কম। উপহার হিসেবে দেওয়া বই মানে কম দামি বই।

এটা ব্যবসার যুক্তি — মানুষের যুক্তি নয়। সেই যুক্তিতে Bezos-এর উচিত প্রাইভেট জেটের বদলে বাসে চড়া। হা হা হা হা। এতটাই অযৌক্তিক এটা।

আমি করি উল্টোটা। আমার যা দেওয়ার আছে তা-ই দিই — যা পাওয়ার আশা করি তা নয়।

পার্থক্যটা ছোট মনে হয়, কিন্তু তা নয়। এটি সেই রেখা যা আলাদা করে মালিকানাকে উপস্থিতি থেকে, হিসাবকে উদারতা থেকে, বাজারকে চিহ্ন থেকে।

এই ইশতেহার কোনো পণ্য নয় — এটি একটি পথ। একটি ভঙ্গি যা বিনিময়ে কিছুই চায় না। আমার একটি টুকরো, যা হাঁটতে থাকে এমনকি যখন আমি আর পারি না।

ধন্যবাদ। আর উপভোগ করো — শব্দটির সবচেয়ে গম্ভীর এবং সবচেয়ে হালকা অর্থে।

সমাপ্তি

আসল সীমান্ত মাটির শেষ নয়। এটি সেই মুহূর্ত যখন আমরা ঠিক করি কিছু না রেখেই পার হয়ে যাব — নাকি উপস্থিতি হয়ে উঠব।

Ferdinando Frega